ঈমান বিধ্বংসী

সমকামিতা ফিতনা

(এলজিবিটি মুভমেন্ট ও ট্রান্সজেন্ডারবাদের ভয়াবহতা)

রিভিউ করেছেন

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া, ঢাকা

খতীব, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ, বাংলাদেশ

মূল্যবোধ আন্দোলন

এক

ইসলামী মূল্যবোধের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

১. সমকামিতা হারাম।
২. পুরুষের জন্য নারীর ও নারীর জন্য পুরুষের বেশভূষা বা সাজসজ্জা ধারণ করা হারাম।
৩. আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতিসাধন করা হারাম।

উল্লেখ্য, কোনো সুস্থ নারী বা পুরুষের জন্য লিঙ্গ রূপান্তরের উদ্দেশ্যে অপারেশন বা হরমোন থেরাপির আশ্রয় নেওয়া আল্লাহর সৃষ্টিতে জঘন্য বিকৃতি ঘটানোর শামিল।

➢ ইবনু আব্বাস রদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা কোনো ব্যক্তিকে কওমে লুতের কর্মে (সমকামে) লিপ্ত পেলে, যে করেছে এবং যার সাথে করা হয়েছে তাদের হত্যা করো।

সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস ২৫৬১

➢ ইবনু আব্বাস রদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সব পুরুষকে লা'নত করেছেন, যারা নারীর বেশ ধারণ করে এবং ঐসব নারীকে (লা'নত করেছেন) যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে।

সহিহ বুখারি, হাদিস ৫৫৪৬

➢ আমি (শয়তান) অবশ্যই তাদের আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন করবে।

সূরা নিসা ৪:১১৯, আয়াতাংশ

দুই

হারামকে হালাল মনে করা ঈমান বিধ্বংসী একটি কাজ

ইসলামের একটি সর্বস্বীকৃত মূলনীতি হচ্ছে -

যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট কোনো হারামকে হালাল মনে করে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে[১]।

কাজেই,
কোনো ব্যক্তি যদি সমকামিতাকে বৈধ বা হালাল মনে করে, সে সমকামী হোক বা না হোক সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

১. কুরআনে মুশরিকদের একটি বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে -
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না।
সূরা তাওবাহ ৪: ২৯

ইমাম ইবনু কুদামা রাহমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি এমন কিছুকে হালাল (বৈধ) বলে বিশ্বাস করে যা হারাম হওয়ার বিষয়ে ইসলামী শরীয়তের সুস্পষ্ট দলীলসমূহ বিদ্যমান, যে বিষয়ে মুসলিমদের মাঝে সর্বসম্মত ঐকমত্য রয়েছে এবং তাতে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই, যেমন- শুকরের গোশত ভক্ষণ, ব্যভিচার এবং এ জাতীয় অন্য স্পষ্ট হারাম বিষয়সমূহ; যে ব্যক্তি এ ধরণের কোনো হারামকে বৈধ বলে বিশ্বাস করবে সে কাফির হয়ে যাবে।

আল মুগনী, ইবনু কুদামা রাহ., খ. ১০,পৃ. ৮৩, দারুল ফিকর
আল মিনহাজ শরহু মুসলিম, ইমাম নববী রাহ. খ. ০১, পৃ. ১৫০
রদ্দুল মুহতার, ইবনু আবিদীন শামী রাহ. খ. ০২, পৃ. ৩১০।

তিন

সমকামিতার সমর্থনঃ একটি অভিশাপের কাজ

কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে, (অনুবাদ) -
আর আমি লূতকে পাঠিয়েছিলাম, যখন তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন, 'তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের আগে বিশ্বের কেউ করেনি। তোমরা কি নারীদের বাদ দিয়ে কামভাব চরিতার্থ করো পুরুষদের সঙ্গে? তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী জাতি!' তাঁর কওমের উত্তর ছিল শুধু এটুকুই, 'তোমরা তাদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, এরা তো এমন লোক যারা বড় পবিত্র থাকতে চায়।' এরপর আমি তাকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম, তাঁর স্ত্রী ছাড়া, সে পশ্চাতে রয়ে গেল। আর আমি তাদের ওপর (পাথরের) প্রচন্ড বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সুতরাং, দেখো অপরাধীদের পরিণাম কেমন হয়েছে! সূরা আ'রাফ ৭:৮০-৮৪

কওমে লুতের মধ্যে ৩ ধরণের মানুষ ছিল :

১. যারা সমকামিতায় লিপ্ত। সমাজের বেশিরভাগ মানুষ।
২. যারা সমকামিতায় নিজে লিপ্ত না কিন্তু সমকামিতাকে সাপোর্ট করত। যেমন, লুত আ.-এর স্ত্রী।
৩. যারা ছিলেন সমকামিতা বিরোধী : লুত আ. এবং তাঁর (স্ত্রী ব্যতীত) পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

আল্লাহ তায়ালা তৃতীয় প্রকারের লোকদের রক্ষা করেছিলেন এবং ১ম ও ২য় প্রকারের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। কাজেই,

সমকামী ব্যক্তি যেমন অভিশপ্ত,

সমকামিতার সমর্থকও তেমনই অভিশপ্ত।

চার

জেন্ডার শব্দটি এখন ডেঞ্জারাস

৪.১ সেক্স ও জেন্ডার

বাংলা ‘লিঙ্গ’ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে সেক্স (Sex) ও জেন্ডার (Gender)।

আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বে -

সেক্স শব্দ দ্বারা শারীরিক লিঙ্গ তথা প্রকৃত লিঙ্গকে বুঝায়। শারীরিক লিঙ্গ দুইটি (বাইনারী) - নারী ও পুরুষ।

জেন্ডার শব্দ দ্বারা ‘মানসিক লিঙ্গ’ বা ‘সামাজিক লিঙ্গ’ নামক অদ্ভুত এক ধারণাকে বুঝায়। জেন্ডার ধারণা অনুযায়ী-

- একজন ব্যক্তি জন্মগতভাবে পুরুষ হয়েও সে যদি নিজেকে ‘নারী’ মনে করে তবে তার জেন্ডার হবে “নারী”।
- আবার একজন ব্যক্তি জন্মগতভাবে নারী হয়েও সে যদি নিজেকে ‘পুরুষ’ মনে করে তবে তার জেন্ডার হবে “পুরুষ”।

৪.২ সমকামিতা প্রতিষ্ঠায় জেন্ডার পরিভাষা

একজন জন্মগত বা প্রকৃত পুরুষ জেন্ডার পরিচয় হিসেবে নিজেকে নারী দাবী করলে তার জন্য অন্য পুরুষকে বিয়ে করার পথ সুগম হয়ে যায়। অথচ বাস্তবে পুরুষ বিয়ে করছে পুরুষকে; যা সুস্পষ্ট সমকামিতা।

আবার, একজন জন্মগত বা প্রকৃত নারী জেন্ডার পরিচয় হিসেবে নিজেকে পুরুষ দাবী করলে তার জন্য অন্য নারীকে বিয়ে করার পথ সুগম হয়ে যায়। অথচ বাস্তবে নারী বিয়ে করছে নারীকে; যা সুস্পষ্ট সমকামিতা।

এইভাবে **‘জেন্ডার’** পরিচয় ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের ওপর ভর করে সমকামিতা প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

৪.৩ জেন্ডার পরিভাষাসমূহের অন্তর্নিহিত অর্থ

'জেন্ডার'-এর বাংলা **'লিঙ্গ'** হওয়ায়, জেন্ডারের সাথে সাথে **লিঙ্গ** শব্দটিও সমকামিতা প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন-

'**জেন্ডার ডাইভারসিটি**' বা '**লিঙ্গ বৈচিত্র্য**' পরিভাষার দ্বারা 'সমকামী' আচরণকারী পক্ষগুলোকে লিঙ্গ (জেন্ডার) হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

'**জেন্ডার আইডেন্টিটি**' বা '**লিঙ্গ পরিচয়'** পরিভাষার দ্বারা 'নারী' ও 'পুরুষ' পরিচয়ের পাশাপাশি 'সমকামী' আচরণকে 'পরিচয়' হিসেবে বৈধতা প্রদান করা হয়।

'**জেন্ডার সমতা**' বা '**লিঙ্গ সমতা**' পরিভাষার অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে নারী ও পুরুষের মতো সমকামীদেরও সমান যৌন স্বাধীনতা অর্থাৎ সমকামিতার অধিকার দিতে হবে। সমকামিতার অধিকার না দিলে সেটাকে বলা হয় '**জেন্ডার বৈষম্য**' বা '**লিঙ্গীয় বৈষম্য**'।

সমকামীদের সমকামিতা চরিতার্থে কোন বাধা সৃষ্টি করা হলে সেটাকে বলা হয় '**জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স**' বা '**লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা**'।

৪.৪ জেন্ডার পরিভাষার ব্যবহার হারাম ঘোষণা

লিবিয়ার শরীয়া রিসার্চ এন্ড স্টাডিজ কাউন্সিল 'সামাজিক লিঙ্গ' তথা 'Gender' পরিভাষার ব্যবহার হারাম ঘোষণা করে১ বলে :

রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত– সামাজিক লিঙ্গ বা জেন্ডার পরিভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা এবং এটি যেন কোনোভাবেই আমাদের দেশে প্রবেশ করতে না পারে। বিশেষ করে সরকারি দপ্তর ও সরকারি নথিপত্রে এটি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

১. Libya Observer, "Libya's Sharia Research and Studies Council Says Using Term 'Gender' Is 'Haram,'" *Libya Observer*, October 3, 2023, https://libyaobserver.ly/news/libyas-sharia-research-and-studies-council-says-using-term-gender-haram.

পাঁচ

এলজিবিটি মুভমেন্ট ও ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ

সাম্প্রতিককালে পশ্চিমা বিশ্বের দুইটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক অবক্ষয় হচ্ছে-

১. এলজিবিটি মুভমেন্ট বা সমকামী আন্দোলন
২. ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ

৫.১ এলজিবিটি মুভমেন্ট

এই আন্দোলনটি LGBT, LGBTQ+, LGBTQI+ ইত্যাদি নামে পরিচিত। মূলত এটি একটি সমকামী আন্দোলন।

এই আন্দোলনের সমর্থকরা-

- সমকামিতাকে ব্যক্তির অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।
- সমকামী গোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র অবহেলিত জনগোষ্ঠী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি, সংসদ, সকলক্ষেত্রে কোটার মাধ্যমে তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ফলে, বাড়তি সুযোগ সুবিধার প্রলোভনে পড়ে অনেক নারী-পুরুষই এলজিবিটি মুভমেন্টের ফাঁদে পা দেয়।

৫.২ ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ

এলজিবিটি আন্দোলনের চরমপন্থী একটি ভার্সন হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে মানুষ জন্মগতভাবে পুরুষ না নারী সেটা আসল বিষয় না, আসল বিষয় হচ্ছে সে নিজেকে কী মনে করে!

- যদি কোনো জন্মগত পুরুষ নিজেকে নারী মনে করে তবে তাকে ‘ট্রান্স নারী’ বলা হবে এবং সে নারীর সকল সুবিধা ভোগ করবে।
- একইভাবে যদি কোনো জন্মগত নারী নিজেকে পুরুষ মনে করে তবে তাকে ‘ট্রান্স পুরুষ’ বলা হবে এবং সে পুরুষের সকল সুবিধা ভোগ করবে।

কাজেই “ট্রান্স-নারী” দাবী করে একজন জন্মগত পুরুষ
- ❖ পরিবহনে নারী সিটে নারীদের পাশে বসতে পারবে।
- ❖ মেয়েদের কলেজ-ভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারবে।
- ❖ নারী ছাত্রীহল বা হোস্টেলে নারীদের সাথে থাকতে পারবে।
- ❖ নারীদের টয়লেট ব্যবহার করতে পারবে।
- ❖ নারীদের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।
- ❖ নারীদের জন্য বরাদ্দকৃত কোটা ভোগ করতে পারবে।

অন্যদিকে “ট্রান্স-পুরুষ” দাবী করা একজন জন্মগত নারী
- ❖ সম্পত্তিতে পুরুষের সমান অংশ দাবী করতে পারবে।
- ❖ পুরুষদের হল-এ বা হোস্টেলে পুরুষদের সাথে থাকতে পারবে।

৫.৩ ট্রান্সজেন্ডারবাদ একটি কুফরী মতবাদ[১]

ট্রান্সজেন্ডারবাদ একটি কুফরী মতবাদ। একে হারাম, ইসলামী শরীয়ত ও কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আখ্যা দিয়েছে এমন কিছু প্রতিষ্ঠান হচ্ছে :

১. আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামি‘আতিল কওমিয়া বাংলাদেশ-এর ‘জাতীয় মুফতি বোর্ড’

২. ওআইসি-র প্রতিষ্ঠান জেদ্দা ফিকহ একাডেমি, সিদ্ধান্ত ২৫১ (১৩/২৫)

৩. রাবেতাতুল আলামিল ইসলামীর ফিকহ একাডেমি, সিদ্ধান্ত ক্বারারাতুল মাজমা আলফিকহি আল ইসলামী, পৃষ্ঠা : ২৬২

৪. সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ ‘হাইআতু কিবারিল উলামা’-র সিদ্ধান্ত ১৭৬

৫. সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় ফতোয়া বোর্ড ‘আল লাজনাতুদ দায়িমাহ’র ফতোয়া ২৫/৪৭।

L	G	B	T
লেসবিয়ান	**গে**	**বাইসেক্সুয়াল**	**ট্রান্সজেন্ডার**
নারী সমকামী	**পুরুষ সমকামী**	**উভকামী সমকামী**	**রূপান্তরকামী সমকামী**
যে নারী অন্য নারীর দ্বারা নিজের কাম বাসনা চরিতার্থ করে।	যে পুরুষ অন্য পুরুষের দ্বারা নিজের কাম বাসনা চরিতার্থ করে।	যে নারী/পুরুষ নারী-পুরুষ উভয়ের দ্বারা কাম বাসনা চরিতার্থ করে।	**ট্রান্সজেন্ডার নারী** যে পুরুষ নারীর বেশ ধরে অন্য পুরুষের দ্বারা কাম বাসনা চরিতার্থ করে। **ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ** যে নারী পুরুষের বেশ ধরে অন্য নারীর দ্বারা কাম বাসনা চরিতার্থ করে।
সরাসরি সমকামী			ছদ্মবেশী সমকামী
এরা লিঙ্গ পরিবর্তনের কোনো চেষ্টা করে না।			এদের একাংশ অপারেশন ও হরমোন ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করে। (যদিও সেটা পুরোপুরি সফল হয় না)
এদের অপরাধ ১. সমকামিতা			এদের অপরাধ ১. ভিন্ন লিঙ্গের বেশধারণ, ২. আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন ৩. সমকামিতা।
আমাদের দেশে এরা প্রকাশ্যে আসতে সাহস পায় না।			এদেশে এরা হিজড়ার ছদ্মবেশে প্রকাশ্যে আসে। *

* বর্তমানে সমকামী/ ট্রান্সজেন্ডারবাদীরা কোনো রাখ-ঢাক ছাড়াই প্রকাশ্যে আসার জন্য আন্দোলন করছে।

১. শরীয়তের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডার ও ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ: একটি প্রামাণ্য ফতোয়া. *মাসিক আলকাউসার,* জুলাই ২০২৪.
https://www.alkawsar.com/bn/article/3633/.

ছয়

হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডারের পার্থক্য

৬.১ হিজড়া

- হিজড়া হচ্ছে জন্মগত লিঙ্গ প্রতিবন্ধী। এটি একটি শারীরিক ত্রুটি।
- মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে আসল হিজড়াদের শনাক্তকরণ সম্ভব।
- হিজড়া হয়ে জন্মগ্রহণ করা কোনো অপরাধ নয়। শরীয়তে হিজড়াদের বিষয়ে যাবতীয় বিধিবিধান দেয়া হয়েছে।ঈমানের সাথে শরীয়তের বিধিবিধান মেনে চললে তারাও আল্লাহতাআলার প্রিয় বান্দা হতে পারে।

৬.২ ট্রান্সজেন্ডার

ছেলে হয়েও যারা মনে মনে নিজেদের মেয়ে মনে করে বা মেয়ে হয়েও যারা মনে মনে নিজেদের ছেলে মনে করে তাদের ট্রান্সজেন্ডার বলা হয়।

- ট্রান্সজেন্ডারদের কোনো লিঙ্গ প্রতিবন্ধিতা নেই।এটা তাদের মানসিক বিষয়।
- ট্রান্সজেন্ডারদের যেহেতু শারীরিক বা লিঙ্গগত কোনো সমস্যা নেই, সেহেতু তাদের মৌখিক দাবী ছাড়া তাদের শনাক্তকরণের কোন পদ্ধতি নেই।
- ট্রান্সজেন্ডারবাদ ইসলামের দৃষ্টিতে ভয়াবহ কুফর ও জঘন্য অপরাধ। ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির উপর আল্লাহতাআলার লানত ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লানত।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপমতে দেশে হিজড়াদের সংখ্যা ১২৬২৯ জন[১]। পুলিশের দাবী অনুযায়ী ঢাকার ৯০ ভাগই নকল হিজড়া[২], অর্থাৎ ট্রান্সজেন্ডার।

১. www.bonikbarta.com/bangladesh/dmGrI9JnJ6416p4E

২. www.jugantor.com/capital/646504

সাত

সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে বড় ফিতনা

এলজিবিটি মুভমেন্ট ও ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ বর্তমান কালের সবচেয়ে বড় ফিতনা। কারণ এগুলো-

৭.১ ঈমানবিধ্বংসী কুফরী মতবাদ

- ❖ চোর, ডাকাত, সুদখোর, ঘুষখোর, যেনাকারসহ অন্যান্য সকল পাপীই তাদের পাপকে পাপ মনে করে, ফলে তারা গুনাহগার হলেও তাদের কাফের বলা যায় না।
- ❖ কিন্তু এলজিবিটি গোষ্ঠী হারাম সমকামিতাকে বৈধ তথা হালাল মনে করে, অধিকার মনে করে; ফলে হারামকে হালাল মনে করার মতো ঈমানবিধ্বংসী অপরাধে লিপ্ত হয়।

৭.২ অনেক পাপের দরজা খুলে দেয়

- ❖ সমকামিতা হচ্ছে একটি নির্লজ্জ পাপ।এই পাপ যখন সমাজে স্বীকৃত ও পুরস্কৃত হয় তখন পশুকামিতা, শিশুকামিতা, অজাচার-সহ আরো জঘন্য অসংখ্য পাপাচারের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।
- ❖ নারীর বেশধারী জন্মগত পুরুষরা নারীদের মহলে সহজে অনুপ্রবেশের ফলে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন ব্যাপক হয়ে যাবে।

৭.৩ শরীয়ত ও কুরআন সুন্নাহর অসংখ্য বিধানের বিরুদ্ধাচরণ

- ❖ ট্রান্সজেন্ডারবাদে আল্লাহর দেয়া শরীয়ত ও কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য বিধানের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ রয়েছে। এর মাধ্যমে ইসলামের সলাত, হজ্জ, বিয়ে, তালাক, ইদ্দত, বংশপরিচয়,পর্দা,সতর, শাহাদাহ (সাক্ষ্যদান), কাযা, ইমামাত (সলাতের ইমামতি), রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া ও মীরাস-উত্তরাধিকারসহ নারী-পুরুষ সংক্রান্ত কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামের বহু বিধান সরাসরি লঙ্ঘিত হয়।

আট

সমকামী বান্ধব পরিভাষা ও শ্লোগান

৮.১ শ্লোগান

কাউকে বাদ দিয়ে নয়   (Leave no one behind)

শুনতে সুন্দর লাগলেও এই শ্লোগানের অন্তর্নিহিত দাবী হচ্ছে-

সমকামীদের বাদ দিয়ে কিছু করা যাবে না। জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে অবশ্য সরাসরিই বলা হয়েছে[১] "Leave no LGBT person behind".

৮.২ পরিভাষা

রেইন বো (Rainbow) বা রঙধনু[২] (বইয়ের পেছনের কভারে দেখুন)

অন্তর্ভুক্তিমূলক বা ইনক্লুসিভ

- এই পরিভাষাটি বর্তমানে যেকোনো সেক্টরে সমকামীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।পশ্চিমা বিশ্বশক্তির কাছে কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র ততক্ষণ পর্যন্ত ইনক্লুসিভ/অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে না যতক্ষণ না সমকামিতাকে অধিকার হিসেবে স্বীকার করে সমকামীদের সেই রাষ্ট্র ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সকল ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা না হবে।

- ইনক্লুসিভ শিক্ষা, ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট, ইনক্লুসিভ স্বাস্থ্য, ইনক্লুসিভ ডেমোক্রেসি, ইনক্লুসিভ ইলেকশন, এই পরিভাষাগুলো স্ব স্ব ক্ষেত্রে সমকামী অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিতকরণে ব্যবহার করা হয়।

LGBT-র অন্তর্ভুক্তি (Inclusion) জাতিসংঘের 'টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা (SDG)' এবং 'সকলের জন্য মানবাধিকার'-এর মূল বিষয়।[৩]

৮.৪ LGBT গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত কয়েকটি পরিভাষা

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী[৪], পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী

ট্রান্সজেন্ডার : আমরা আগেই জেনেছি ট্রান্সজেন্ডার আর হিজড়া এক কথা নয়। ট্রান্সজেন্ডাররা ভিন্ন লিঙ্গের বেশভূষা বা সাজসজ্জা ধারণ করে সমকামিতা চরিতার্থ করে।

থার্ড জেন্ডার বা তৃতীয় লিঙ্গ : ট্রান্সজেন্ডার সমকামীদের হিজড়ার আড়ালে লুকানোর জন্য এই শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়। এই শব্দের দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যাবে 'হিজড়া' কিন্তু কার্যত সুবিধা ভোগ করবে ট্রান্সজেন্ডার তথা সমকামী গোষ্ঠী।

অন্যান্য লিঙ্গ : এই শব্দও সমকামীগোষ্ঠীর স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তির জন্য ব্যবহার করা হয়।

সোজা কথায় নারী-পুরুষ এর বাইরে লিঙ্গ বা জেন্ডার শব্দ সহযোগে যেই পরিভাষাই ব্যবহার করা হোক না কেন তা সমকামী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণেই ব্যবহৃত হয়।

১. "Leave No LGBT Person Behind." 2018. OHCHR. 2018. https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2018/05/leave-no-lgbt-person-behin

২. মুহাম্মাদ সাদাত. 2025. "রংধনু নিয়ে দুটি কথা। মূল্যবোধ ডট কম." মূল্যবোধ ডট কম. May 21, 2025. https://mullobodh.com/rainbow-symbol/.

৩. মুহাম্মাদ সাদাত. 2025. "'কাউকে বাদ দিয়ে নয়' - কারা সেই 'প্রান্তিক', 'সুবিধা-বঞ্চিত', 'পিছিয়ে পড়া' জনগোষ্ঠী? মূল্যবোধ ডট কম." মূল্যবোধ ডট কম. May 29, 2025. https://mullobodh.com/leave-no-one-behind/.

৪. Ibid.

নয়

দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারা

৯.১ বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা সমকামিতা বিরোধী। সমকামী ও তাদের সমর্থক গোষ্ঠী এই ধারাটিকে এটম বোমার মতো ভয় করে। তাই যে কোন মূল্যে এই ধারাটিকে বহাল রাখতে হবে।

দশ

সমকামীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও অপরাধ প্রবণতা[১]

১০.১ স্বাস্থ্য ঝুঁকি

সাধারণের তুলনায় সমকামীদের-

- এইডসের ঝুঁকি ৮৩-১০০ গুণ বেশি
- পায়ুপথের ক্যান্সারের ঝুঁকি ১৭ গুন বেশি
- মাঙ্কিপক্স, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি অনেক বেশি।

১০.২ অপরাধ প্রবণতা

- সমকামীদের মধ্যে শিশুকামিতা অনেক বেশি।
- ট্রান্সজেন্ডার নারীদের (আসলে জন্মগত পুরুষ) মধ্যে যৌন অপরাধ প্রবণতা অনেক বেশি।
- সমকামীদের মাদকসেবী হওয়ার হার বেশি।
- সমকামীবান্ধব পরিবেশেও সমকামীদের আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি।

১. ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন, *সমতার আড়ালে সমকামিতা মিশন : সমকামিতায় ব্যাপক স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং অপরাধ প্রবণতা*, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৫ ঢাকা।সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড, পৃ: ৫০৪।

এগারো

বাংলাদেশে সমকামী কার্যক্রম[১]

বাংলাদেশে সমকামী-বান্ধব সমাজ প্রতিষ্ঠার মাস্টারমাইন্ড হচ্ছে ব্র্যাক।

একাডেমিক প্ল্যাটফর্ম
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ***জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ***

রিসার্চ পার্টনার
আইসিডিডিআর,বি

ফিল্ড পার্টনার
বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি

মিডিয়া পার্টনার
প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, ঢাকা ট্রিবিউন।

- ১৯৯৭ থেকে কার্যক্রম শুরু করে বন্ধু সোশ্যাল।
- প্রতিষ্ঠানটি সমকামী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।
- ত্রিশটির বেশি জেলায় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০২২ সালের বার্ষিক রিপোর্ট অনুসারে এরা এপর্যন্ত বিভিন্ন ড্রপ-ইন-সেন্টারের (সমকামী সার্ভিস সেন্টার) মাধ্যমে সমকামীদের মধ্যে ৫০ লাখেরও বেশি কনডোম এবং লুব্রিকেন্ট বিতরণ করেছে ।

১. ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন, *সমতার আড়ালে সমকামিতা মিশন,* প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৫ ঢাকা। সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড, পৃ. ২৪৭-৫০৩।

সমকামিতার আমদানি
রক্তের সাথে বেঈমানি।

বারো

সমকামিতার আইনগত বৈধতার ফল

ভারত

২০১৪ সালে ভারতে সমকামিতার সমর্থক ছিল ১৫%।
২০১৮ সালে সমকামিতা বৈধ হবার পর তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৭%।
২০২৩ সালে বেড়ে **৫৩%** এ পৌঁছায়[১]।

যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রে দেশব্যাপী সমকামিতা বৈধতা পায় ২০০৩ সালে।

২০২৪ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রে যাদের জন্ম ১৯৯৭-২০০৪ এর মধ্যে অর্থাৎ যারা সকলে সমকামী-বান্ধব ইনক্লুসিভ সমাজে বেড়ে উঠেছে তাদের **২৩%** সমকামী।
অথচ,
১৯৮০ সালের আগে যাদের জন্ম অর্থাৎ যারা সকলে সমকামী-বান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজে বেড়ে ওঠেনি তাদের মধ্যে এই হার ২-৫%[২]।

কাজেই সমকামিতাকে আইনগত বৈধতা প্রদান করা হলে দেশে সমকামিতার জোয়ার বইতে শুরু করবে।

১. ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন, *সমতার আড়ালে সমকামিতা মিশন : বাংলাদেশে সমকামিতা প্রতিরোধ কৌশল*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড, পৃ: ৫৪২

২. Gallup. "LGBTQ+ Identification in U.S. Rises to 9.3%." *Gallup*, February 20, 2025. https://news.gallup.com/poll/656708/lgbtq-identification-rises.aspx.

ঈমান বিধ্বংসী সমকামিতা ফিতনা

এই পুস্তিকাটির ফ্রি পিডিএফ ভার্সন এবং মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের জন্য ব্রাউজ করুন

https://www.mullobodh.com/

ডাউনলোডের QR কোড

বাংলাদেশে এনজিওদের সমকামিতা মিশনের আদ্যোপান্ত রেফারেন্সসহ জানতে পড়ুন
সিয়ান পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত
ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেনের যুগান্তকারী বই
সমতার আড়ালে সমকামিতা মিশন

সমকামিতার
স্বীকৃতি,
অধিকার নয় –
বিকৃতি।
ব্যক্তির জন্য অধিকার,
বিকৃতির জন্য প্রতিকার।

এলজিবিটি বা সমকামী সিম্বল

১. রেইনবো বা রংধনু

৮ রং	৭ রং	**৬ রং**

সমকামীদের অনেক ধরণের পতাকা রয়েছে। সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ হচ্ছে ৬ রংয়ের **রংধনু পতাকা**। রংয়ের সংখ্যা ৬ এর চেয়ে কিছু কম বা বেশি যাই হোক সেটা যদি রংধনুর ইম্প্রেশন দেয় তবে সেটা সমকামী সিম্বল হিসেবে ধরা হয়।

২. ইউনিকর্ন	**৩. গে এঞ্জেল**
মাথায় এক শিং বিশিষ্ট ঘোড়ার সিম্বল	পাখা ওয়ালা পুরুষের সিম্বল

৪	**৫**	**৬**
সমকামী নারী	সমকামী পুরুষ	ট্রান্সজেন্ডার

সমকামিতার সমার্থক কিছু বিপজ্জনক শব্দঃ রেইনবো, অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেন্ডার, ট্রান্সজেন্ডার, থার্ডজেন্ডার, লিঙ্গ পরিচয়, লিঙ্গ বৈচিত্র্য, লিঙ্গ সমতা

সমকামী অন্তর্ভুক্তিকরণে ব্যবহৃত কিছু পরিভাষা
প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী